দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ৯/৯/৯১
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

17

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

গতকাল ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। গত কয়েক বছর যাবৎ ইউনেস্কো উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাক্ষরতা অভিযানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে। এই দিবস উপলক্ষে চলতি বছর ইউনেস্কোর শ্লোগান হইল ঃ 'একজন নারীকে শিক্ষিত করিতে পারিলে একটি জাতিকে শিক্ষিত করা যায়'। এই শ্লোগানের অন্তর্নিহিত সত্যটি অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে একটি শিক্ষিত জাতি সৃষ্টি করার মূল চাবিকাঠিটি কি? ইতিপূর্বেও এমন ধরনের শ্লোগান উচ্চারিত হইয়াছিল। 'একজন পুরুষ শিক্ষিত হইলে একজন শিক্ষিত হয় আর একটি নারী শিক্ষিত হইলে একটি জাতি শিক্ষিত হয়।' ইহার কারণ হইল সমাজের অসহায় অংশ নারী যখন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়, তখন সে সহজেই অনুভব করে কোন্ জায়গায় মানুষের অসহায়ত্ব। তাই সে তাহার সন্তানদের শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি যোগায়।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য এই উদ্যোগ এবং প্রয়াস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়াই এই সমস্ত দেশে চাপিয়া বসে কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা এবং অজ্ঞতা। আজ বাংলাদেশের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ লোক সাক্ষর। আর নিরক্ষর লোকের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ। পিআইডির ফিচারে প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬০০ কোটি, তন্মধ্যে ১০০ কোটি লোকই অক্ষরজ্ঞানহীন। ইহার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আমরা এই হিসাব হইতেই অনুমান করিতে পারি একটি কথা যে, যেহেতু ঐ মহিলারা শিক্ষার আলো হইতে দূরে রহিয়াছে তাই শিক্ষিতের হার এই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও অনেক কমই রহিয়া গিয়াছে। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহারা এমন এক অন্ধকারময় জগতের বাসিন্দা হইয়া রহিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা কি জিনিস তাহাই তাহারা জানে না, চেনে না এবং চেনার কিংবা জানার সুযোগ পায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের হাত দিতে হইবে এই স্থানটিতেই।

আমাদের দেশে গণশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারটি এখনও পর্যন্ত যতখানি কাগজে-কলমে আছে, ততখানি বাস্তবে নাই। অবশ্যই আমরা মনে করি না যে, এই ব্যাপারে দায়িত্ব কেবল সরকারের উপরই বর্তায়। সাধারণ মানুষকে এক্ষেত্রে সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে নিজস্ব প্রয়োজনেই। কোনো অঞ্চল বা কোনো গ্রামের প্রতিটি মানুষই যদি শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চল বা সেই গ্রামের উন্নয়ন অপ্রতিরোধ্য হইবেই। সেখানে জন্মশাসন পদ্ধতি সফল হইবে, সেখানে নূতন কর্মক্ষেত্র উদ্ভাবন সম্ভব হইবে, সেখান হইতে কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতা উৎপাটন সম্ভব হইবে। কিন্তু কথা হইল, এই দায়িত্বটি লইবে কে? এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কতটুকু আর কতটুকু স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূমিকা হওয়া উচিত? আমাদের কথা হইল এক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকাই মুখ্য হইতে হইবে। কারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। এই উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি চালাইতে হইবে সেইসব শিক্ষিত মানুষকে—যাঁহারা অজ্ঞতার কুফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। গ্রামের নিরক্ষর মানুষ নিজের সন্তানকে স্কুলে পাঠানো অপেক্ষা ক্ষেত-খামারে পাঠানো অনেক বেশী জরুরী মনে করে তাহাদের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ভাবিয়া। কিন্তু ইহা যে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য কত বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, ইহা তো শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিবেন। অতএব আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের কার্যক্রমকে সফল করার মূল ভূমিকাটি পালন করিতে হইবে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজকেই। ইহাছাড়া শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের অন্য কোন বিকল্প নাই।